226560 - পুরুষদের সাথে মহিলাদের একই হলরুমে শিক্ষামূলক সেমিনারে উপস্থিত হওয়া

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সেমিনার হলরুমে যেখানে শিক্ষামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয় সেখানে হলরুমের পেছনের অংশে পুরুষদের থেকে কোন আড়াল ছাড়া নারীদের বসানো কি জায়েয? উল্লেখ্য, আমরা যদি আড়াল দেই তাহলে মহিলারা অনুষ্ঠানমালা দেখতে পাবে না। নাকি নারীদেরকে আলাদা হলরুমে বসানো ফরজ; যেখানে বসে টিভি সম্প্রচারের মাধ্যমে তারা অনুষ্ঠানমালা দেখতে পারবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যদি এসেমিনার শরয়িসেমিনার হয়কিংবা দরকারীশিক্ষামূলকসেমিনার হয়এবং নারীরাপরিপূর্ণশরয়ি পর্দাপরিধান করেসেমিনারে আসে,নারী-পুরুষের মেশামেশিনা থাকে, এগুলোছাড়াও অন্যকোন শরিয়তবিরোধী বিষয়না থাকে,পুরুষেরাসামনেরসারিগুলোতেবসে, তাদেরপিছনে কিছুজায়গা ফাঁকারেখে মহিলারাহিজাব সহকারেবসে এবং সকলেমিলেকল্যাণকর কোনআলোচনা শুনে, নারী-পুরুষেরমিশ্রণ নাঘটে, কিংবামহিলারাউচ্চস্বর নাকরে তাহলে এতেকোন অসুবিধানেই; যদিওপুরুষ ওনারীদের মাঝেকোন আড়াল নাথাকে তবুও।আমরা 129693 নং প্রশ্নোত্তরেএ বিষয়টিআলোচনাকরেছি।

শাইখবিন বায (রহঃ)কে জিজ্ঞেসকরা হয়েছিল:

আমাদেরএকটি মসজিদরয়েছে।মসজিদের একটিঅংশকে দেয়ালদিয়ে পুরুষদেরনামাযেরজায়গা থেকেআলাদা করে মহিলাদেরনামাযেরজায়গা করাহয়েছে।মহিলারা ইমামও শিক্ষকেরকথা শুনারজন্য মহিলাদেরঅংশে সাউন্ডবক্স দেয়াআছে। এক লোক এদেয়ালটিভেঙ্গে ফেলারউদ্যোগনিয়েছেন। তারদলিল হচ্ছেনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামেরহাদিস, “প্রথমেপুরুষেরাকাতার করবে,তারপর শিশুরাকাতার করবে,তারপর মহিলারাকাতার করবে”। এইস্যু নিয়েচরম মতানৈক্যসৃষ্টিহয়েছে। এ ব্যাপারেআপনাদেরদিকনির্দেশনাকি?

জবাবেতিনি বলেন: এরকোনটিতে কোনঅসুবিধা নেই।নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়মহিলারাপুরুষের সাথে পুরুষেরপেছনে নামাযআদায় করত;সেখানে কোন দেয়াল,কিংবা অন্যকিছুর আড়ালছিল না। মহিলারাপুরুষদেরসাথে মসজিদেরপেছনের অংশেনামায আদায়করত। সহিহ হাদিসএসেছে, নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,“পুরুষদেরসর্বোত্তমকাতার হচ্ছে-সামনের কাতার;আর সবচেয়েঅনুত্তমকাতার হচ্ছে-পেছনের

কাতার।পক্ষান্তরে,নারীদেরসর্বোত্তমকাতার হচ্ছে-পেছনের কাতারএবং সবচেয়েঅনুত্তম কাতারহচ্ছে- সামনেরকাতার।” কারণমহিলাদেরসামনের কাতারপুরুষদেরনিকটবর্তী। সুতরাংনারীরা যদিমসজিদের শেষঅংশে পুরুষদেরপেছনেপর্দাসহনামায আদায়করে তাতে কোনঅসুবিধা। কোনদেয়াল বা অন্যকোন আড়ালেরপ্রয়োজন নেই।

আর যদিদেয়াল দেয়াহয়, কিংবাপর্দা টানানোহয় যাতে করেমহিলারা মুখখুলে আরামেরসাথে নামাযেরস্থানে থাকতেপারে এবংমাইকের মাধ্যমেশুনতে পারেকিংবা মাইকছাড়া ইমামতাদেরকে শুনানোরব্যবস্থাকরেন তাতেওকোন অসুবিধা নেই।আলহামদুলিল্লাহ,এ বিষয়টিপ্রশস্ত; একেসংকীর্ণ করার কিছুনেই। আর যদি রেলিংদেয়া হয় যাতেকরে মহিলারাইমাম ওমোক্তাদিদেরকেদেখতে পায়,তাদের কথাশুনতে পায়তাতেও কোনঅসুবিধা নেই। বিষয়টিপ্রশস্ত;সুতরাং এবিষয়ে কড়াকড়ি আরোপকরার কিছুনেই। দেয়ালদেয়া হোক,কিংবা রেলিংদেয়া হোক,কিংবা পর্দাদেয়া হোক,কিংবা কোন কিছুনা দেয়া হোকসবকিছু জায়েয;রাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামেরযামানায় কোনদেয়াল বা অন্যকিছুর আড়ালছিল না; তারামানুষের সাথেপুরুষদেরপেছনে নামাযআদায়করত।[নুরুনআলাদ দারব(১২/২৬৭-২৬৯) সমাপ্ত]

আল্লাহইভাল জানেন।